দেশে করোনায় মোট মৃত্যু ১৩১, আক্রান্ত ৪৬৮৯

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মোট ১৩১ জন মৃত্যুবরণ করলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ৪ জন। এ নিয়ে মোট ১১২ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের মহামারীতে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১ জনে।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত

মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে একদিনে নতুন আক্রান্ত ৫০৩ জন

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

করোনার আঘাত ৫৭ জেলায়

দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৫৭টিতে করোনাভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত ২১ জেলায় সংক্রমণ হয়েছে নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া লোকজনের মাধ্যমে। আর নারায়ণগঞ্জে সংক্রমণ হয়েছে ইতালি ফেরত প্রবাসীর মাধ্যমে।

এদিকে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধে চলতি মাসে রাজধানীর ৮০৪টি বাড়ি লকডাউন করা হয়েছে। বাড়িগুলো ৪১টি থানার ২২১টি এলাকায় অবস্থিত।

মঙ্গলবার পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি, বরিশাল বিভাগের ভোলা, রাজশাহী বিভাগের নাটোর এবং খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও মেহেরপুরে করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি।

সূত্র জানায়, লকডাউন করা বাড়িগুলো যেসব এলাকায় অবস্থিত, সেগুলো হচ্ছে: রাজধানীর হাজারীবাগ ধানার ৯টি এলাকা, নিউমার্কেট থানার একটি, রমনা থানার ৪টি, কলাবাগান থানার ৫টি, ধামনণ্ডি ধানার একটি, লালবাগ থানার ১৫টি, চকবাজার থানার ৬টি, কোতোয়ালি থানার ১৯টি, সূত্রাপুর থানার ১২টি, কামরাঙ্গীরচর থানার একটি, বংশাল থানার ৫টি, ওয়ারী থানার ১৩টি, যাত্রাবাড়ী থানার ১৮টি, কদমতলী এলাকার ৪টি, শ্যামপুর থানার ৬টি, গেণ্ডারিয়া থানার ১০টি, ডেমরার ৪টি, মতিঝিলের ৩টি, সবুজবাগের ৩টি, পল্টনের দুটি, মুগদার ৪টি, খিলগাঁওয়ের ৩টি, শাহজাহানপুরের ৭টি, হাতিরঝিলের ২টি, তেজগাঁওয়ের ২টি, আদাবরের ২টি, মোহাম্মদপুরের ৬টি, তেজগাঁও শিল্প এলাকার ৩টি, মিরপুরের ১৪টি, দারুসসালামের ৪টি, কাফরুলে ৩টি, রূপনগরের ২টি, পল্লবীর ৬টি, শাহআলীর ১টি, বাড্ডার ১০টি, ভাটারার ১টি, গুলশানের ২টি, খিলক্ষেতে ১টি, উত্তরা পুব-এর একটি, উত্তরা পশ্চিম-এর ৪টি এবং তুরাগ থানার একটি এলাকা।
নারায়ণগঞ্জ থেকে যেভাবে বিস্তার: টাঙ্গাইলে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ৮ এপ্রিল। ৪৭ বছর বয়সী ওই ব্যক্তির বাড়ি মির্জাপুর উপজেলার বৈরাগী ভাওড়া পশ্চিমপাড়া এলাকায়। শনাক্ত হওয়ার তিন দিন আগে তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে মির্জাপুরের বাড়িতে যান।

লোকটি নারায়ণগঞ্জে একটি ক্লিনিকে চাকরি করতেন। গত ১৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে জেলার প্রথম করোনাভাইরাস আক্রান্ত শনাক্ত হয়। তিনি নারায়ণগঞ্জ থেকে উপসর্গ নিয়ে নিজের এলাকায় যান। পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে পাঠানো হলে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা ব্যক্তির মাধ্যমে হবিগঞ্জ জেলায় সংক্রমণ হয়। ১১ এপ্রিল তার করোনা পজিটিভ হওয়ার তথ্য নিশ্চিত হয়। লালমনিরহাটে প্রথম করোনা পজিটিভ হয় সদর উপজেলায় গোকুণ্ডা ইউনিয়নের গুড়িয়া দহগ্রামের এক বাসিন্দার। তিনি নারায়ণগঞ্জে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন।

নারায়ণগঞ্জ থেকে তাবলিগ করে আসেন। আক্রান্ত ওই ব্যক্তির বয়স ৫৯ বছর।

রংপুরে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার এক যুবকের। রংপুর মেডিকেলে নমুনা পরীক্ষা করলে গত ৮ এপ্রিল তার করোনা পজিটিভ হয়। এর আগে ওই যুবক নারায়ণগঞ্জে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরগাঁওয়ে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ১১ এপ্রিল।

এ জেলায় একই দিনে তিনজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এদের মধ্যে দু’জনের বাড়ি হরিপুর উপজেলার। অন্য একজনের বাড়ি পীরগঞ্জ উপজেলায়। নড়াইল জেলায় প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ১৩ এপ্রিল। জেলার লোহাগড়া উপজেলায় শনাক্ত হওয়া ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জে বসবাস করতেন।

তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতেন। পটুয়াখালীতে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয় ৯ এপ্রিল। বরিশাল বিভাগের মধ্যেও এটি প্রথম শনাক্ত হওয়া করোনা রোগী। তিনি নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্ট কারখানায় চাকরি করতেন।

করোনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার আগে তিনি মারা যান। ঝালকাঠিতে ১২ এপ্রিল প্রথম তিনজনের করোনা শনাক্ত হয়। তারা তিনজনই একই পরিবারের। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের শিশুসন্তান। সম্প্রতি তারা নারায়ণগঞ্জ থেকে ঝালকাঠি যান। নওগাঁর প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিও নারায়ণগঞ্জ ফেরত।

আত্রাই উপজেলার এই বাসিন্দার ২০ এপ্রিল কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়ে। এ ব্যক্তি গত ৯ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ থেকে বাড়ি আসেন। পরে পরীক্ষার ফলাফলে তার নাম নিয়ে বিভ্রান্তি হওয়ায় আবারও পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়। রাজশাহী জেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয় ১২ এপ্রিল।

তার বাড়ি পুঠিয়া উপজেলার ঝলমলিয়া বগুড়াপাড়ায়। কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি ট্রাকে করে রাতের আঁধারে বাড়ি ফেরেন। জয়পুরহাটে প্রথম করোনা শনাক্ত হয় ১৪ এপ্রিল। ওইদিন জেলার দু’জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায়।

আক্রান্তদের বাড়ি জেলার কালাই উপজেলায়। আক্রান্তরা সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জ থেকে সেখানে যান। গাজীপুর জেলার প্রথম করোনা রোগীও নারায়ণগঞ্জ থেকে সংক্রমিত হয়েছেন।

অন্যান্য জেলার প্রথম আক্রান্তের মধ্যে পঞ্চগড়, জামালপুর, লক্ষ্মীপুর, কুড়িগ্রাম ও ফেনীতে ঢাকা থেকে যাওয়া লোকজনের মাধ্যমে ছড়িয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি জেলায় আক্রান্ত হয়েছে প্রবাসীদের মাধ্যমে। কয়েকটি হয়েছে গাজীপুর থেকে। এর বাইরে অন্য জেলার সংক্রমণের উৎস নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সব জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন। এ সময় বেশিরভাগ জেলা থেকেই তাদের এলাকায় করোনা ছড়ানোর জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জকে দায়ী করা হয়।

আইইডিসিআর থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২১ এপ্রিল পর্যন্ত করোনায় ঢাকা বিভাগে আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৪৫২ জন। এ বিভাগটিতেও আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। আর করোনার প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে কম খুলনা বিভাগে। মোট আক্রান্তের ৭২.৫ শতাংশই এ বিভাগে।

ঢাকা বিভাগের আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে এক হাজার ২২৯ জন (৩৬.৩৪ শতাংশ) এবং জেলাগুলোয় এক হাজার ২২৩ জন (৩৬.১৬ শতাংশ)। এ ছাড়া অন্য বিভাগগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ১২৫ জন (৩.৭০ শতাংশ), সিলেট বিভাগে ১৮ জন (০.৫৩ শতাংশ), রংপুর বিভাগে ৫২ জন (১.৫৪ শতাংশ), খুলনা বিভাগে ৯ জন (০.২৭ শতাংশ), ময়মনসিংহ বিভাগে ৯৯ জন (২.৯৩ শতাংশ), বরিশাল বিভাগে ৬৫ জন (১.৯২ শতাংশ) এবং রাজশাহী বিভাগে ২১ জন (০.৬২ শতাংশ)। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুর প্রথম করোনা রোগীর মৃত্যু

মেহেরপুর জেলায় প্রথম করোনা ভাইরাসে মৃত্যু। গতকাল মুজিবনগরে ভবেরপাড়া ইদ্রীস আলী নামের এক ব্যক্তির করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন মো: নাসির উদ্দীন এ

তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বুধবার দুপুর ২ টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ওই ব্যাক্তির মৃত্যু হয়। পরে তার নমুনা সংগ্রহ করে যশোরে পাঠানো হয়েছিল।

আজ সকালে তার রিপোর্ট আসলে জানা যায়। তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরন করেন। ইদ্রীস আলী শ্বাসকষ্ট, সর্দি, জ্বর হওয়ার কারনে তিনি কিছুটা অসুস্থ ছিলেন।

প্রস্রাবের সমস্যা নিয়ে রামেকে ভর্তি, পরে করোনা শনাক্ত!

জ্বর ও প্রসাবের সমস্যার কথা বলে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক বৃদ্ধের (৮০) করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

জানা যায়, রাজশাহীর বাঘা উপজেলার ৮০ বছর বয়সী ওই বৃদ্ধ শুক্রবার প্রথমে হাসপাতালের আউটডোর ইউনিটে চিকিৎসার জন্য আসেন। জ্বর ও প্রসাবের সমস্যার কথা বলায় তাকে হাসপাতালের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে তাকে ভর্তি করা হয়। শারীরিক সমস্যা অনুযায়ী তাকে সেখানে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তবে পরে তাকে এক্স-রে করানো হলে করোনার কিছু উপসর্গ দেখতে পান চিকিৎসকরা। করোনা আক্রান্ত সন্দেহ হওয়ায় সাধারণ ওয়ার্ড থেকে করোনা ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয় তাকে। সোমবার (২০ এপ্রিল) তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে তার শরীরে করোনা শনাক্ত হয়। সাধারণ ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স ও অন্য রোগীসহ অনেকেই তার সংস্পর্শে আসেন। নমুনা পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এবার ওই রোগীর স্ত্রী ও ছেলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মঙ্গলবার হাসপাতালে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বলা হয়, ১৭ এপ্রিল ওই রোগী জ্বর ও প্রস্রাবের সমস্যার কথা বলে হাসপাতালে এলে তাকে ৪২ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। তিনি করোনা আক্রান্ত তা বুঝতে আমাদের

দেরি হয়ে যায়। কারণ তিনি রাজশাহীর বাইরে থেকে এসেছেন বা বাইরে থেকে আসা কারও সংস্পর্শে গিয়েছেন এমন কোনো তথ্য ভর্তির সময় তিনি আমাদের জানাননি। তিনি জ্বর ও প্রস্রাবের সমস্যার কথা বলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেভাবেই তার চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। তবে তার এক্স-রে করার পর করোনার উপসর্গ কিছুটা বোঝা যায়। পরে তাকে করোনা ওয়ার্ডে পাঠানোর পর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে করোনা শনাক্ত হয়।

ডা. আজাদ আরও বলেন, এই রোগীর চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তিনি এখন পর্যন্ত ভালো আছেন। সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে তার স্ত্রী এবং ছেলেও রয়েছেন। তাদের আজ নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা হবে তাদের অবস্থা। এছাড়াও সংক্রমক ব্যাধি হাসপাতালে আরও যে ৯ জন ভর্তি রয়েছেন তারা সুস্থ আছেন। তাদের নমুনায় করোনা পাওয়া যায়নি।

এদিকে ওই রোগীর সংস্পর্শে আসা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক-নার্সসহ কমপক্ষে ৪০ জনকে কোয়ারেন্টিনে নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে এর সংখ্যা উল্লেখ করেননি রামেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক সাইফুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ওই রোগী সাধারণ ওয়ার্ডে থাকায় অনেকেই তার সংস্পর্শে এসেছেন। যারা তার সংস্পর্শে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে কোয়ারেন্টিনে রাখার প্রক্রিয়া চলছে। আমরা খোঁজ-খবর নিয়ে দেখছি। যারাই সংস্পর্শে এসেছেন সবাইকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

মেহেরপুরে সনাক্ত হওয়া করোনা রোগীর আশেপাশের ১০ বাড়ি লকডাউন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে প্রথম একজনের করোনা সনাক্ত হয়েছে। তিনি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মী। উপজেলা প্রশাসন ওই

বাড়িসহ আশেপাশের ১০টি বাড়ি লকডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
আজ বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো:উসমান গনি বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, তিনি বল্লভপুরের একটি বাসায় ভাড়া থাকেন। তিনি একজন পুরুষ। তার বয়স আনুমানিক ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ বুধবার সকালে ৫জনের ফলাফল এসেছে। তার মধ্যে একজনের ফলাফল পজেটিভ এসেছে। তার শারিরীক অবস্থা ভালো আছে। তাকে বর্তমানে ওই বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হবে। পরবর্তিতে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
একই সঙ্গে তিনি এই মুহুর্ত থেকে মেহেরপুর বাসীকে আর ঘর থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

দেশে করোনায় আরও ৯ জনের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৪৩৪

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া এই সময়ে নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন আরও ৪৩৪ জন।

এ নিয়ে দেশে করোনায় মোট ১১০ জনের মৃত্যু ও ৩ হাজার ৩৮২ জন আক্রান্ত হলেন।

এছাড়া নতুন করে সুস্থ হয়েছেন আরও ২ জন। এ নিয়ে মোট ৮৭ জন করোনা রোগী সুস্থ হলেন।

মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার পর অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় তিন হাজার ১২৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে দুই

হাজার ৭৭৯ জনের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪৩৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে।

ডা. নাসিমা আরও বলেন, নতুন মৃত ৯ জনের মধ্যে পুরুষ পাঁচজন এবং নারী চারজন। মৃতদের মধ্যে তিন জনের

বয়স ৬০ বছরের বেশি, ৫০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে তিনজন এবং ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে তিনজন রয়েছেন।

এ ছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে দুজন। এ পর্যন্ত ৮৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

রাজধানীর যেসব এলাকায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ

দেশে বেড়েই চলেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণের সংখ্যা। বাংলাদেশে সোমবার একদিনে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৪৯২) করোনাভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবে নতুন করে আরও কিছু এলাকায় ঝুঁকি বেড়েছে।

২০ এপ্রিলের হিসাব অনুযায়ী পুরাতন ঢাকার অনেক এলাকায় অন্য যেকোনও এলাকার তুলনায় সংক্রমণ বেশি।

যেমন- আজিমপুরে ১৫ জন শনাক্ত হয়েছেন ইতোমধ্যে। বাবুবাজারে

সংখ্যাটা ১১।
বংশালে ৩১জন শনাক্ত হয়েছেন, চকবাজারে ১৯ ও গেন্ডারিয়ায় ২১ জন।

যাত্রাবাড়িতে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৩৩ জনের মধ্যে। এছাড়া লালবাগে সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৩১ জনের মধ্যে।

সুত্রাপুরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে ১২ জনের মধ্যে। ওয়ারীতে এই সংখ্যা ৩০।

শাখারীবাজারে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে ১৮ জনের মধ্যে।

অন্য এলাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ হয়েছে মোহাম্মদপুরে ৩৮ জন।

পুরো মিরপুর এলাকায় ৭০ জনের মধ্যে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে, যার মধ্যে মিরপুর ১৪ তেই ২১ ও টোলারবাগে ১৯ জন।

এছাড়া ধানমন্ডিতে ২৩, বাসাবোয় ১৯, মহাখালীতে ১৪, মগবাজারে ১৬, রাজারবাগে ২৮, উত্তরায় ২৩ ও শাহবাগে ১১ জন করোনারোগী শনাক্ত হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা